কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

সার্জেন্টকে মারধর

জবি শিক্ষার্থীদের আসামি করে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ও জবি প্রতিনিধি ▷

বাস নিয়ে উল্টো পথে যেতে বাধা দেওয়ায় পুলিশ সার্জেন্টকে মারধরের ঘটনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের আসামি করে মামলা দায়ের হয়েছে। ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত সার্জেন্ট কায়সার হামিদ বাদী হয়ে গতকাল মঙ্গলবার রমনা থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ৩০-৪০ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে এ মামলা করেন।

রমনা ট্রাফিক বিভাগের সহকারী কমিশনার মো. আলাউদ্দিন কালের কণ্ঠকে জানান, হত্যার উদ্দেশ্যে মারধর, সরকারি কাজে বাধা ও সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে আসামিদের বিরুদ্ধে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গত সোমবার বিকেল ৫টায় রাজধানীর বাংলামোটর ক্রসিংয়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন সার্জেন্ট কায়সার হামিদ। এ সময় রূপসী বাংলা ক্রসিং থেকে ফার্মগেট যাওয়ার পথে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বহনকারী তিনটি ডাবল ডেকার বিআরটিসি বাস বাংলামোটর ক্রসিংয়ে এসে পৌঁছায়। তখন রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম দেখে ট্রাফিক সিগন্যালের তোয়াক্কা না করে উল্টো দিকে যাওয়ার জন্য ডাবল ডেকার বাসের সামনের অংশ বিপরীত লেনে ঢোকানো হয়। এ সময় দায়িত্বরত সার্জেন্ট বাসকে উল্টো পথে না গিয়ে সঠিক পথে যেতে বলেন। কিন্তু বাস তিনটি উল্টো পথে দাঁড়িয়ে গাড়ি চলাচলের পথ আটকে রাখে। গাড়ির চালককে দ্রুত গাড়ি সরিয়ে তাদের সঠিক পথে যাওয়ার জন্য বলতে না বলতে অজ্ঞাতপরিচয় ৩০-৪০ জন ছাত্র ডাকচিৎকার দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সার্জেন্টের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয় এবং উল্টো পথেই তাদের যেতে দিতে হবে বলে জোরজবরদস্তি করতে থাকে। ইতিমধ্যে বাংলামোটর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হলে সার্জেন্ট ফের গাড়ি তিনটিকে সঠিক পথে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। উল্টো পথে তাদের যেতে না দেওয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অজ্ঞাতপরিচয় ৩০-৪০ জন ছাত্র সার্জেন্টকে ঘিরে ধরে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে এবং পরিহিত ইউনিফর্মের বিভিন্ন অংশ ছিঁড়ে ফেলে।

এ সময় কর্তব্যরত টিআই, সার্জেন্ট ও ট্রাফিক কনস্টেবল এসে ওই সার্জেন্টকে ছাত্রদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাঁকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, 'পুলিশ মামলা করেছে শুনেছি, তবে এখনো মূল খবরটা পাইনি। অনিয়ম করা কখনো ঠিক নয়, আমরাও তা প্রত্যাশা করি না। সেটা হোক উল্টো পথে গাড়ি যাওয়া বা অন্য কোনো অনিয়ম। বিষয়টি আমরা দেখছি।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বি গাপ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে